প্রথম আলো

3 1 AUG 2008

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট সভা

অধ্যাপক মাহফুজ ও দুই শিক্ষার্থী বহিষ্কার, নতুন নিয়োগ নীতিমালা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পিএসসির সাবেক সদস্য দুর্নীতির দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত অধ্যাপক মো. মাহফুজুর রহমানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলে এক অনুষ্ঠানে একজন শিক্ষককে পেটানোর দায়ে দুজন ছাত্রলীগ নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষার খাতা ও নম্বরপত্রে নম্বর কমানো-বাড়ানো ও কাটাকাটি করার অপরাধে এক শিক্ষকের পদাবনতি, দুজনকে দুই বছরের জন্য দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখা এবং আরও সাতজন শিক্ষককে সতর্ক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ ছাড়া শিক্ষক নিয়োগের নতুন নীতিমালা, ছাত্রদের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টে যুগোপযোগী সংশোধন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দোষী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কারণ দর্শাও নোটিশ, বাধ্যতামূলক অবসরসহ বিভিন্ন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৪তম সিন্ডিকেট সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে একাধিক সিন্ডিকেট সদস্য ও প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও সিন্ডিকেট সচিব মো. নজিবুর রহমান *প্রথম আলোকে* জানান, গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় উপাচার্যের কার্যালয়ে ২৮৪তম সিন্ডিকেট সভা

শেষের পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

অধ্যাপক মাহফুজ ও দুই শিক্ষার্থী বহিষ্কার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শুরু হয়ে দুপুর আড়াইটার দিকে শেষ হয়। সভায় মোট ১১ জন সদস্যের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মো. আব্দুর রউফ, সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. শাহ মোহাম্মদ ফারুক, সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান লে. জেনারেল (অব.) হারুন-অর রশিদ, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইদ্রিস, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এবং মহাপরিচালক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর অনুপস্থিত ছিলেন। ১১ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজনকে নিয়ে কোরাম হয় কি না—এ প্রশ্নের জবাবে রেজিস্ট্রার বলেন, এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলেই সিন্ডিকেট সভার কোরাম হয়।

সিন্ডিকেট সভা শেষে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক সিন্ডিকেট সদস্য এবং প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও সরকারি কর্মকমিশনের সাবেক সদস্য দুর্নীতির দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত অধ্যাপক মো. মাহফুজুর রহমানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী (দক্ষতা ও শৃঙ্খলা) স্ট্যাটুটসের ১৫(৩) ধারার বিধানমতে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির অযোগ্য হয়ে পড়ায় আদালতের প্রথম রায় হওয়ার দিন (২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর) থেকে তাঁর বহিষ্কারাদেশ কার্যকর হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলের এক দশক পূর্তি উপলক্ষে গত ২৮ জুলাই রাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হলের আবাসিক শিক্ষক গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. [illegible] শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অপরাধে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের উপ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক দীপক কুমার পালকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। তিনি কৃষিতত্ত্ব বিভাগের এমএস পর্যায়ের ছাত্র। একই ঘটনায় ছাত্রলীগের পাঠাগার সম্পাদক বিমান চন্দ্রকে এক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তিনি পশুবিজ্ঞান বিভাগের এমএস পর্যায়ের ছাত্র।

ছাত্রদের পরীক্ষার খাতায় ও নম্বরপত্রে কাটাকাটি এবং ইচ্ছামতো নম্বর কমানো-বাড়ানোর অপরাধে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের অ্যাকোয়াকালচার বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আহসান বিন হাবিবকে এক বছরের জন্য অধ্যাপক পদ থেকে সহযোগী-অধ্যাপক পদে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক বছরের এই পদাবনতিকালে ড. হাবিব এমএস এবং পরীক্ষাসংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। একই ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে একই বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম রহমত উল্লাহ ও অধ্যাপক ড. মো. রুহুল আমিনকে দুই বছরের জন্য পরীক্ষাসংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হবে না।

সিন্ডিকেট সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. নজিবুর রহমান বলেন, এজেন্ডাভুক্ত প্রায় প্রতিটি বিষয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সিন্ডিকেট মিনিটস (লিখিতভাবে বের হওয়া) বের হওয়ার আগে সিদ্ধান্তগুলির ব্যাপারে কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না।

এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।